৫১

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 10 DEC 1993 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এখনো গেল না স্বভাব
কিলিয়ে ইংরেজি পাকানো

ওয়াহিদুল হক

বাংলা শিক্ষকদের বাংলা শিক্ষার মান ... জন্য ১২৫ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে ...ছে। আগামী বছরের প্রথম থেকে সরকারি ...কারি স্কুলের শিক্ষকদের বাংলা ভাষার উপর ... দেয়া হবে। মূলত বাংলা বলার পদ্ধতি, উচ্চারণ এবং নির্ভুলভাবে লেখা ও শিক্ষা দেবার জন্য এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। সূত্রমতে, দেশে ... ভাষা ব্যবহার নাজুক পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে দিন ... স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এই ভাষায় সবচেয়ে দুর্বল। বাংলা বিষয়ে ফেল করবার হারও ...তিরিক্ত। এর প্রভাব গিয়ে পড়ছে কর্মক্ষেত্রে। ... কর্মকর্তা-কর্মচারী দু'কলম বিশুদ্ধ বাংলা ...তে ও লিখতে হিমশিম খান। যাও লেখা হয় তা ... ভুল ও ... এর মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত ...হয়েছে স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের অযোগ্যতা। ... ভুল উচ্চারণে মান্ধাতা আমলের বাংলা শেখাচ্ছেন।

ওপরেরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর। মাত্রই গত রোববার ছাপা হয়েছে বিখ্যাত জাতীয় দৈনিকে প্রথম পাতায় দুই কলাম শিরোনামে। খবরটির পুনরুল্লেখে ইচ্ছাকৃত দুটি ভুল আছে। যে-যে জায়গায় 'বাংলা' লেখা আছে এখানে, মূল এবং প্রকৃত সংবাদে সেখানে ছিল 'ইংরেজি'। মূলে প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে সাড়ে পঁচিশ কোটি টাকা, ইংরেজি শিক্ষকদের ইংরেজির মান বাড়ানোর জন্যে। বাংলার শিক্ষক সংখ্যায় অনেক বেশী। তাই ১২৫ কোটি টাকার কথা এসেছে পুনরুল্লেখে।

ইংরেজিকে বাংলা লেখায় কি কোন মারাত্মক ভুল হয়েছে? সরকার কি বাংলা শিক্ষার মান নিয়ে চিন্তিত নন? বাংলা শুদ্ধ প্রমিত উচ্চারণে বলবার শিষ্ট পদ্ধতি, নির্ভুলভাবে লেখা ও কার্যকরভাবে এইসব শিক্ষা দেবার উপায়, এই সবই কি বাংলাদেশের জন্যে চরম গুরুত্বের ব্যাপার নয়? দেশে বাংলা ভাষার ব্যবহার নাজুক পর্যায়ে কি পৌঁছে যাচ্ছে না দিন দিন? স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কি বাংলা ভাষায়ও সবচেয়ে দুর্বল নয়? অফিস-আদালতে তো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাংলাই লিখবার কথা এবং এই মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রীয় ভাষায় দু'কলম লিখতে কি তাঁরা হিমশিম খান না? এর অন্যতম মূল কারণ অবশ্যই স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের অক্ষমতা ও যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি না শেখানো। বাংলা তাঁরা সত্যসত্যই কি ভুল উচ্চারণে শেখাচ্ছেন না, মান্ধাতার আমলের বাংলাই চাপাচ্ছেন না?

প্রথম থেকে দ্বাদশ ক্লাসের বিদ্যালয়ে বাংলা এবং ইংরেজি শিক্ষার মান নিয়ে বাছাবাছির ব্যাপার নেই। যা-ই একের সম্বন্ধে খাটে, তা-ই অপর সম্বন্ধেও খাটে। দুয়েরই শিক্ষণ বৈপ্লবিক পর্যায়ের মানোন্নয়নের অপেক্ষা রাখে। যদি সংস্কার তথা উন্নয়নের কাজ একযোগে না করা যায় অর্থ ও সংগঠনের অপর্যাপ্ততার কারণে, তবে তো একটাতেই আগে হাত দিতে হবে। যে কোন একটা কি?

বাঙালীর জীবন ও বিকাশ, বাংলা রাষ্ট্রায়ত্ত কল্যাণকর অস্তিত্ব ও বিকাশের জন্য দুইটির প্রয়োজন কি তুল্যমূল্য, সমান-সমান? দুইয়ের একটিকে অগ্রাধিকার দিলে তো বাংলাকেই দিতে হয়। অন্যরকম ভাবতে পারাটাও কেবল চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা নয়, চরম অপরাধমূলক ঘটনাও বটে। কেবল ভাবতে পারা নয়, প্রকল্পই চালু হয়ে গেল ইংরেজি শিক্ষার মানোন্নয়নের?

ভাবতে পারাটাই অপরাধমূলক হলে, কর্মটি তা হলে কী? সমস্যা হচ্ছে, কর্মটির সূত্রে লাভবান হবেন কিছু ব্যক্তি, মূলত প্রকল্পের সংগঠন-ব্যবস্থাপনা-প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্ট মানুষ। হয়তো প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী শিক্ষকেরাও লাভবান হবেন। বিদ্যায় এবং ক্ষমতায় নয়, নয় শিক্ষকোচিত মনের অনুশীলনে। কোর্স সফল-সমাপনের সার্টিফিকেটটি তাঁদের খুব কাজে দেবে, উন্নতি দেবে। এরা মূল্য পাবেন, মূল্যটি দেবে কে? বিদেশী সরকার দেবে, ব্রিটিশ সরকার। কেন দেবে, আমরা কেন নেব- ইত্যাকার আত্মমর্যাদাঘটিত প্রশ্ন দেশ থেকে অনেক আগেই উধাও-ঐমত প্রশ্ন করবার শেষ ব্যক্তি ছিলেন তাজউদ্দীন।

এক-তৃতীয়াংশ দেবে আমাদের সরকার। দিত না, যদি ঐ ব্রিটিশ সাহায্য কতিপয় উদ্যোগী ব্যক্তি গিয়ে লাইন-আপ না করত। এই সাহায্যের ধাক্কায় জাতীয় শিক্ষার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ইংরেজি বাংলাকে ছাড়িয়ে গেল- দাঁড়াল যে ভালো ইংরেজি শিক্ষক জাতির জন্য খুবই দরকার। এক্ষুণি। ভালো বাংলা শিক্ষকের প্রয়োজন, অন্তত ইংরেজির মত করে, এখন নেই। বাংলার উচ্চারণ কথন ঠিক করবার এই মুহূর্তে প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন ইংরেজি উচ্চারণ ও কথন কেবল নয়, আধুনিক প্রয়োগও শিক্ষা করা। হা ঈশ্বর!

এই বিকৃত মস্তিষ্ক ওলোট-পালটের একটা মূল্য দিতে হবে। দিতে হবে সমগ্র জাতিকে। না, এই প্রকল্পের সফল-সমাপনে শিক্ষকেরা কী শিখবেন, ...রে কী শেখাবেন, কেমন শেখাবেন, সে নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা নয়। ফলটি যে একুনে অষ্টরম্ভা হবে তা জানতে গভীর গবেষণার প্রয়োজন নেই। জাতিকে মূল্য দিতে হবে অন্যভাবে। রাষ্ট্র বাংলাকে মূল্য দিল না এবং জাতি তা আবারও মেনে নিল, এ রীতিমত লজ্জনক। বাংলার বর্ধমান গুরুত্বহীনতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে বাঙালীর সমাজ এক সর্বনাশা স্থানে চলে যাবে। সমাজে অনেকদিন ধরেই বাংলা ...ষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে না। সকলেই কী করে জেনে যায় ...া ভুল করলে কিছু যায় আসে না। কিন্তু ...রেজিতে কোনক্রমে ভুল করা চলবে না। সকলেই ... তার ছেলেমেয়ে ইংরেজিতে ভালো হোক। সাধ্য ...লে-সকল বাঙালী বাপ-মা তাদেরকে ইংরেজি ... পাঠাত। মনেপ্রাণে চলনেবলনে শয়নেস্বপনে ...লী এক বড় শিল্পী আছেন, যাঁকে দেখলে যাঁর ... শুনলে নিতান্ত পাষণ্ডেরও বাঙালী হবার সাধ ...বে। সলওয়ারে কমিজে যারা উপমহাদেশীয় ...নসের তুঙ্গে উঠে গিয়েছে, তাদেরও ইচ্ছে করবে ...র অন্তত শাড়ি পরে দেখবার জন্যে। তিনি অত্যন্ত আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে তাঁর ছেলেদেরকে ...জি স্কুলেই পড়িয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন ... স্কুলে কোন লেখাপড়া হয় না। ইংরেজি সব কিছু উনিশবিশ হলেও, ভালো। সেখানে তাঁর ...া সত্যকার লেখাপড়া শিখতে পাবে।

...নি কি জানেন ঢাকার তাবৎ ইংরেজি স্কুলে ... কথা বলা শাস্তিযোগ্য অপরাধ? তা জেনেও? ...গুলোতে ছেলেমেয়েরাও অবশ্যই বাংলাকে ...সা এবং সম্মানের চোখে দেখতে শেখে না। ...বীকেও না। ফলটা কী দাঁড়ালো? মাদ্রাসা- ... বাঙালীকে বাংলা বিরোধী বানানো হচ্ছে ...কাল ধরে। সে অনেক কম ভয়াবহ, বাঙালীর ...ট দিতে তাদের হাত না কাঁপলেও। কারণ ...লায় কথা বলাটাকে অনৈসলামিক মনে করে ...য় বদ্ধোন্মত্ততাও তদ্দূর যায় না। কিন্তু এইসব ...স্কুলের বঙ্গীয় মানববাদের ভিতরে একটা ...র'ভ্যালু' ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাংলা এবং ...এই দুই তাদের হাজার-হাজার বছরের ...ভূগোলের সঙ্গে মিলে একটা দেশ ও জাতি ...কতার সৃষ্টি করেছে। এই দৈশিকতার, ...তিহাসের সব মানুষ, আমার নিসর্গের কোটি ...ব আশীর্বাদ, সবকিছুর সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যানটি ...র্স ভ্যালু হয়ে সেখানে চিরজীবনের জন্য গ্রথিত হয়ে যাচ্ছে, আমারই সন্তানের। এই ...তব মাদ্রাসার চাইতে অনেক অনেক ... দীর্ঘ সময়-মাপে এই উদীয়মান জাতির ...াদক।

...ত কিছু ভাববার এবং জানবার ব্যাপার নয়। ...কারেরও কি তাই? ভাব দেখে মনে হচ্ছে ... এই স্কুলগুলো সরকারের প্রশ্রয়েই ...বধবার জন্য গোকুলে বাড়ছে। রক্ষা যে ...ত রত্নেরা খুব তড়িঘড়িই তাদের মনের ...নি হয়ে যায়। যারা যায় না তারা ছিনতাই ...ান, ব্যবসাবাণিজ্য, বড় বড় পোষাকদারি ...ট বেড়ায়। এদের অধিকাংশ হয় ইংরেজি ...একেবারেই তাদের পাড়াগাঁর আঞ্চলিক ...রকে সিলোটি সন্দেহ করাটা অমূলক- ... আন্তর্জাতিক তথা একটি বিষয়ে অভিন্ন। ... অগ্রজরা চাটগাঁর সাঁকাচৌ হোক ...জিরবী হোক, সকলেই বাংলা-বিমুখ। ... হিন্দু। হিন্দুবিদ্বেষ তাদের একমাত্র ...- শেখ মুজিব একটা বাংলাদেশ ... বলে সেই জাতীয়তাবাদের একটা ...াওয়া গেছে- বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। ... প্রচারক সেন্টপল তো খন্দকার হামিদ, ... আহমদের মানসপুত্র ইসা মসীহ জিয়াউর রহমান। বাংলা বিদ্বেষের, হিন্দুবিদ্বেষের বাংলাদেশে পাকিস্তান পুনঃপ্রতিষ্ঠার এই কর্মবীর ধর্মবীর তাঁর মন্ত্রটি কি পেয়েছিলেন শিক্ষাসূত্রে? হ্যাঁ, তিনি কাকুল মিলিটারি একাডেমি থেকে তাঁর মন্ত্রটি পেয়েছিলেন ঠিক যেভাবে কাকুলের সোনার ছেলে ফারুক রহমানও পেয়েছিলেন। দেশের প্রধান সমস্যা হিন্দু এবং ভারত। শেখ মুজিব এটা বোঝেননি বলে তাঁকে সরিয়ে ফেলাটা প্রয়োজন ছিল। জিয়ারও, ফারুকেরও। প্রয়োজনটা দেশের ছিল না, জিয়া এবং ফারুক দেশ নয়।

স্বদেশকে প্রত্যাখ্যানের মন্ত্রটি বিদ্যাটি মানসিকতাটি সর্বাধিক কার্যকরভাবে কচি বয়সে অন্তরে প্রোথিত করে দেবার জায়গাটি বিদ্যালয়। মক্তবে মাদ্রাসায় ইংরেজি স্কুলে তাই চলছে, কেবল বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা নয়। বাংলাদেশে কাকুল নেই, বিএমএতে কী চলছে জানি না। রাজশাহী ক্যাডেট কলেজে একবার যাবার সুযোগ হয়েছিল। ছাত্রদের নানা বিভাগে বিন্যাস করা হয়েছে অর্থাৎ নানা 'হাউসে'। একটা হাউসের নাম দেখলাম কাসেম হাউস। অধ্যক্ষের কাছে জানতে চাই এই কাসেম জীবটি কী এবং কে? নিরুত্তর থাকায় জিজ্ঞাসা করি সিন্ধুবিজয়ী দাহিরান্তক মুহম্মদ বিন কাসেম কিনা। ঠিক তাই। কিন্তু তাঁর নাম তো মুহম্মদ, কাসেমের পুত্র সে। বিএনপির দুই-দুই প্রাক্তন উপাচার্য শোভিত বিদ্বন্মণ্ডলী যখন সপ্তদশ মুসলিম অশ্বারোহীর 'বঙ্গবিজয়ের' স্মরণোৎসব করতে গিয়ে তার হিরোকে গৌরব দেন তখনও তো একই ভুল করেন। তাঁরা 'বঙ্গবিজেতার' নাম প্রচার করেন বখতিয়ার, যেখানে তাঁর নাম ইখতিয়ার বখতিয়ারপুত্র।

কাসেম হাউস আর বখতিয়ার বিজয়ের গৌরব কীর্তন একই সূত্রজাত। উভয়ে বহিরাগত এবং উভয়ে দেশীয় মানুষকে দলন করেছিলেন পরাধীন করেছিলেন তো দেশের মানুষকে পরাজিত এবং অধীন এবং নির্যাতিত করলে আমরা গৌরব করবার মত হিরো পেয়ে যাই। পেয়ে যাই কারণ তাঁরা মুসলমান ছিলেন এবং আমরাও মুসলমান। আমরা যে সেই বহিরাগতের বংশধর, দেশীয় মানুষকে মিত্রই এবং নিধন করাই আমাদের পুণ্যকর্ম। দেশকে দেশের মানুষকে অস্বীকার করে দেশের ইতিহাস ও সকল অতীত সংগ্রাম ও অর্জনকে এইভাবে অপরের ভাগে অর্পণ করে যে উদ্বাস্তুতা জন্মায় তাতে দেশের এবং মানুষের কোন কল্যাণ থাকতে পারে না।

ইংরেজি এবং বাংলা শিক্ষা তুলমূল্য হতে পারে না। ইংরেজিকে সমাজ নানা চাপের ফলে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে। এখন রাষ্ট্রও যদি তাই করে তবে জিয়াউর রহমান গোলাম আযমের স্বপ্ন সফল হতে পারে, দেশের সমূহ সর্বনাশ হবে।

দুই.

ইংরেজি শিক্ষকদের এই প্রশিক্ষণ প্রকল্পের লক্ষ্যগুলি নিতান্ত অবাস্তব। সেইগুলিকে বাস্তব প্রমাণ করতে গিয়ে অদ্ভুত সব কথা এসেছে। এসেছে দাপ্তরিক কর্মে ব্যবহৃত ইংরেজিকে নির্ভুল কেবল নয়, আধুনিক করবার কথা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় নাকি বুঝতে পেরেছেন 'ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বড় ধরনের গ্যাপ সৃষ্টি হয়েছে গত এক থেকে দেড় দশকে'। কারণ তার 'সর্বক্ষেত্রে বাংলা প্রচলন ও ইংরেজি তুলে দেবার হুজুগ।' এই হুজুগ শব্দটি এই প্রকল্পের পিছনকার

ইংরেজি এবং বাংলা শিক্ষা তুলমূল্য হতে পারে না। ইংরেজিকে সমাজ নানা চাপের ফলে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে। এখন রাষ্ট্রও যদি তাই করে তবে জিয়াউর রহমান গোলাম আযমের স্বপ্ন সফল হতে পারে, দেশের সমূহ সর্বনাশ হবে।

ভাবনা চিন্তাকে প্রকট করে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করবার দাবীর একটি পরিপূরক দাবী ছিল সর্বস্তরে বাংলা ব্যবহার প্রচলন। একে হুজুগ বললে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকেই হুজুগ বলা হয়। বস্তুত এই দ্বিতীয় কর্মটি আদৌ অগ্রসর না হওয়ায় '৫৬ সালে রাষ্ট্রভাষা মর্যাদাপ্রাপ্ত বাংলা এখনও পর্যন্ত প্রকৃত রাষ্ট্রভাষা হল না, কথা ওঠে রাষ্ট্রের দাপ্তরিক কর্মে ইংরেজি বিশুদ্ধ ও আধুনিক প্রকরণে লিখবার।

বাংলাকে রাষ্ট্রীয় কর্মে ব্যতিক্রমহীনভাবে ব্যবহার করবার কার্যকর উদযোগ নেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। পঁচাত্তরের সেই কটা মাস অফিসে অফিসে কী কর্মোন্মাদনা- সব কাজ বাংলায় হবে তার ব্যবস্থাপনায় সকলে ব্যস্ত। বাইরে লেগেছে তার হাওয়া। ইংরেজি নামফলক নেমে যাচ্ছে, বাংলা উঠছে। নত্রদাম কলেজের লম্বাটে ঢাউশ নামফলক নেমে গেছে। বাংলায় নামফলক অর্ধেক লেখা হয়ে গেছে। ১৫ই আগষ্ট, '৭৫। নতুন নামফলক আর হল না। পুরনোটিকে ফিরে লটকানো হল। একটা 'হুজুগেরই' শেষ হল বটে। রাষ্ট্রভাষা হুজুগের। সর্বক্ষেত্রে বাংলা প্রচলন তো তারপর অসম্ভব কল্পনা, দিবাস্বপ্ন। কোথায়? বাংলাদেশে।

বয়স হয়েছে, প্রচুর বিয়ের আমন্ত্রণপত্র আসে প্রতিদিন। অর্ধেকের বেশী তার ইংরেজিতে। তরুণ শিল্পীরা প্রদর্শনী করেন, তার স্মারক উপহার পুস্তিকাটি ইংরেজিতে রচিত। প্রদর্শ-শালা থেকে নিয়ে সব দোকানপাট, সব দ্রব্যসামগ্রীর নাম আজ ইংরেজিতে হচ্ছে, দোকানী ইংরেজিতে সংখ্যা বলে, দাম বলে। নিতান্ত মামুলি নিত্যব্যবহার্য শব্দও লোকে ভুলে যাচ্ছে, তার জায়গায় ভুল ইংরেজি শব্দ ভুল উচ্চারণে বলছে- আকসার।

যে ইংরেজি নবিশেরা ইংরেজি ভাষার বঙ্গদেশীয় দুর্দশায় আতঙ্কিত হয়ে সব কিছু বাদ দিয়ে শুদ্ধ নির্ভুল ইংরেজি বাচন ও লেখনের আন্দোলন করছেন, তাদের কাছে জানতে চাই কোন অনিংরেজ জাতি ইংরেজিকে মাতৃভাষার চাইতে অধিক গৌরবে চর্চা করবার ফলে উন্নতি করেছে? সাংস্কৃতিক ও সর্বময় দৈশিক অবক্ষয়ের লক্ষণ হচ্ছে ইংরেজি নিয়ে এই সমাজের আদিখ্যেতা। এই আদিখ্যেতাটি শুদ্ধতর ইংরেজিতে হলে কি সেই অবক্ষয়ের কিছুমাত্র হানি হবে? সর্বক্ষেত্রে বাংলা প্রচলনের 'হুজুগটি' কেটে যাওয়াতে এই আদিখ্যেতাটি চরমে উঠবার সুযোগ পেয়েছে। সর্বক্ষেত্রের কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলার ব্যবহার অবাঞ্ছিত, জানতে ইচ্ছে করে। চীন, জাপান, ফ্রান্স, জার্মানি, রুশ, স্পেন কোন জাতিতে সর্বক্ষেত্রে স্বভাষা নেই, ক্ষেত্রবিশেষকে ইংরেজির জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে?

এবারে ইংরেজি তুলে দেবার 'হুজুগের' কথা। কোথা থেকে তুলে দেবার? সে কথা বলেননি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের লোকেরা। সমাজ থেকে কে তোলে? রাষ্ট্রকার্য থেকে তো তুলতেই হবে নইলে রাষ্ট্রভাষা বাংলা থাকে না, দেশটাই বাংলাদেশ থাকে না। আর কোথা থেকে তুলে দেবার হুজুগ দেখেছেন তারা? স্কুল থেকে। তা স্কুল থেকে ইংরেজি বিতাড়নের ষড়যন্ত্র তারা কোথায় দেখলেন? প্রশ্নটা সবসময় ছিল বিদেশীয় এবং প্রায় আন্তর্জাতিক একটি দ্বিতীয় ভাষা বিদ্যালয়ে পাঠ্য হলে কোন শ্রেণী থেকে তা সমীচীন হবে। এই প্রশ্ন ছিল, থাকবে- প্রশ্নটি সঙ্গত এবং অপরিহার্য বলে। কেউ যদি বলে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি না চাপানই ভালো, তাতে সে হুজুগের সৃষ্টি করছে না, কোন ইংরেজি বিরোধী ষড়যন্ত্রও করছে না। বাংলার, বাংলাদেশের এই পরম দুর্ভাগ্য যে সক্রিয় রাজনীতিতে এবং সরকারে, বঙ্গবন্ধু ব্যতিরেকে, বাংলা ভাষার পক্ষের কোনই লোক, কোনই দল এখনও আসেনি। এমন কেউ আসেনি যে তার বাঙালীতা, তার ইংরেজি বোলচালে অপটুতা নিয়ে ভয়ঙ্কর রকম হীনমন্যতায় না ভোগে। তাদের কারোর দ্বারা, তাদের দলের দ্বারা ইংরেজি প্রাধান্য সঙ্কুচিত হতে পারে এমন কিছু করা সম্ভব ছিল না, অতীতে সম্ভব হবে না ভবিষ্যতে। বরঞ্চ '৭৫ পরবর্তী সকল সরকার ইংরেজির প্রাধান্য বাড়াতে দৃঢ়সংকল্প ছিল। বাংলা-বাংলা ভাবটা তাদের কাছে দেশদ্রোহমূলক মনে হত। এ প্রসঙ্গে পাঞ্জাবী ও চাদরে বিভূষিত অভিজাত দর্শন খান আতাউর রহমানকে মহামতি জিয়া কর্তৃক অশেষ লাঞ্ছনার কথা মনে করা যেতে পারে। কিংবা ডুগি-তবলাকে লাথি মেরে ড্রাম সেট কিনবার আদেশকে। কিংবা বনস্পতি বীথি উৎসন্ন করে নিয়নবাতির বাহার ফলানোকে। ইংরেজির সর্বক্ষেত্রে প্রসার ইংরেজি জানা অগ্রসর শ্রেণীর স্বার্থের পোষক। এই শ্রেণী এই পর্যন্ত ইংরেজির পোষকতা করেছেন, বাংলার, বাঙালীর স্বার্থের বিনিময়ে। ইংরেজি তুলে দেওয়ার মত অর্থহীন কথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দুশ্চিন্তা হিসেবে থাকলে এই মন্ত্রণালয়কে ওসামার বোমা মেরে ধ্বংস করা উচিত।

ইংরেজি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটা 'গ্যাপ', সৃষ্টি হয়েছে বলতে মন্ত্রণালয় কী বোঝাতে চেয়েছেন বোঝা দুষ্কর। জাতীয় সংসদের অধিবেশনে সরকারি, ও বিরোধী সদস্য, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী নেত্রী ও স্পিকার যে বাংলা বলেন তা শুনে কী মনে হয়? মনে কি হয় না বাংলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরো বড় এবং ভয়ঙ্কর একটি গ্যাপ সৃষ্টি হয়েছে? যাদের মনে হয় না তাদের হাতে পড়ে দেশ নিশ্চিতই গোল্লায় যাবে।

তিন.

এরই মধ্যে ইংরেজি শিক্ষকদের ইংরেজি দৌড় জানবার জন্যে একটা জরিপ আরম্ভ হয়েছে। এরই মধ্যে দেখা গিয়েছে তাদের দৌড়ের মারাত্মক অবস্থা। প্রকল্প পরিচালিকার মতে বেশীর ভাগ শিক্ষকই ইংরেজি লেখা ও পড়ায় অনুন্নত। তাঁরা ভুল উচ্চারণ করেন। তাঁদের এই ভাষায় আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি(!)। এখনো গ্রাম বাংলায় দেখা যায় শিক্ষকরা 'এস' কে 'এ্যাস' উচ্চারণ করেন।

এই নিবন্ধের আরম্ভে যে কৌশলটি ছিল সেই অনুযায়ী উদ্ধৃতিটিকে বদলে বলতে পারি- বেশীর ভাগ শিক্ষকই বাংলা লেখায় ও পড়ায় অনুন্নত। তাঁরা ভুল উচ্চারণ করেন। তাঁদের বাংলা ভাষায় আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি। এখনো গ্রাম বাংলায় দেখা যায় শিক্ষকরা 'পেট'কে 'প্যাট' উচ্চারণ করেন। এ আমি ছেলে মানুষির বশবর্তী হয়ে ইংরেজির সমস্যার কথা বললেই বাংলার সমস্যার কথা এনে হাজির করছি না। ইংরেজির লোকেরা যদি ইংরেজির মানোন্নয়ন করতে চায় তাতে দোষের কিছু নেই। বাংলার লোকেরা বাংলার সমস্যা বুঝুক। একটা ভালো কাজ হচ্ছে, তাতে বাগড়া দেওয়া কেন? সত্যিই তো।

সমস্যাটা অন্যত্র। এটা ইংরেজির লোক বাংলার লোকের কথা নয়। রাষ্ট্রের কথা। জনশিক্ষার সমগ্র বিষয়টির কথা। এই প্রকল্পের যা দাবী তার যথার্থতা বাস্তবতা নির্ণয় করবার কথা। দাবি হচ্ছে তিন মাসের এই কোর্সের ফলে শিক্ষকরা নির্ভুল ইংরেজি লিখতে পারবেন, নির্ভুল উচ্চারণে ইংরেজি বলতে পারবেন— এবং লেখায় ও বলায় তাঁদের ইংরেজি আধুনিক ইংরেজি হবে। ফলে দাপ্তরিক ইংরেজিও আধুনিক হয়ে যাবে। হাস্যকর। এবং অত্যন্ত নিষ্করুণভাবে অবাস্তব। দুটি বড় মাপের নির্বুদ্ধিতার জন্য এমনটা হতে পেরেছে। উচ্চারণের ব্যাপারটি সম্পূর্ণত এড়ানো যেত। দক্ষিণ ভারতে হিন্দি ঠেকাতে গিয়ে আপামর জনসাধারণ কাজ চলবার মত ইংরেজি বলে। ঐ একই উচ্চারণে বিশ্বের তাবৎ নামীদামী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে দক্ষিণ ভারতীয়রা দাপটে পড়িয়ে যাচ্ছে। উত্তর ভারতীয় একটা হিন্দি টানের ইংরেজি— এমনকি পাঞ্জাবী টানেরও— দারুণ চলছে সর্বত্র, বিবিসিতে পর্যন্ত। বাঙালী ইংরেজি, বিশ্ব জানে, তত পচা নয়। শীলা দাররা যতই তা নিয়ে ঠাট্টা করুন না কেন। উচ্চারণের ব্যাপারটাকে একটা বিষয় না করে তুললেই হতো। শিক্ষকদের ইংরেজিতে আধুনিক করবার ব্যাপারটিও অযথা উদ্যোগ। আধুনিকতা মনের ব্যাপার, রুচির ব্যাপার, নিরন্তর অনুশীলনের ব্যাপার, দারুণভাবে পারিপার্শ্বিকের উপর নির্ভরশীল ব্যাপার। নীরদচন্দ্রের বয়স একশ হতে চললো। তিনি ইংরেজি শিখেছেন সত্তর-আশী বছর আগে, প্রথম বিশ্ববিজয়ী বই লিখেছেন পঞ্চাশ বছর আগে। এখনও লিখে যাচ্ছেন, সেই অন্তত তিনশ' বছরের পুরানো ইংরেজি। তবু তাঁর কাটতির কমতি নেই, বিদগ্ধজনে তার সমাদর বেড়েই চলে। শিক্ষকদের লেখাপড়ার ভাষাটির যথার্থ ইংরেজিত্ব নিশ্চিত করবার চেষ্টা করলেই হত। দেশের শ্রেষ্ঠ ইংরেজি কথকেরা রেডিয়ো টেলিভিশনে আসেন, তাদের উচ্চারণ শুনুন। ইংরেজরা তাদের ইংরেজি ধরতে পারেন না, অপেক্ষা করতে থাকেন কেউ যদি ইংরেজি করে দেন। কারা শেখাবেন উচ্চারণ, কারা শেখাবেন আধুনিকতা? আধুনিকতা কি শেখানো যায়? বিশেষত অনাধুনিক মানুষ কী করে আধুনিক ভাষা শেখাবে, অনাধুনিক মানুষ কী করে তা শিখবে এবং ব্যবহার করবে?

আচার্য হরিনাথ দে'র ধরনে ভাষা শেখা যায়। তিনি ত্রিশটার মত ভাষা পড়তে ও লিখতে পারতেন, তাদের প্রায় কোনটিরই উচ্চারিত রূপ একেবারেই না শুনে, না জেনে। ইংরেজিটা আমাদের কিসের জন্যে দরকার? সাহিত্যের জন্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্যে মনের দরজা জানালা বাড়াবার জন্যে? তা হলে উচ্চারণ দরকার নেই। বোলচালের জন্যে, চালিয়াতির জন্যে, বিদেশীদের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে? তা হ'লে দরকার আছে। অবশ্য প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি শেখাবার আধুনিক প্রকরণে কথনের অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি শেখানোর বই ইংরেজি সোপানে শিক্ষক ইংরেজিতে কিছু করতে বলছেন, ছাত্রেরা তা করছে। আমাদের আলোচ্য কোর্সের শিক্ষকরা কি সেই স্তরের?

চার.

এই প্রকল্পের প্রথম প্রেমিজ ইংরেজি শিক্ষকরা ইংরেজি কম জানেন, কম পারেন, তাই ছেলেমেয়েদেরও যথাযথ ইংরেজি শেখা হয় না, সমাজে ইংরেজি ব্যবহারের মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিক্ষকদের মানোন্নয়ন হলেই এই দুর্দশা কাটবে। শিক্ষকদের লক্ষ্যমাত্রায় মানোন্নয়ন তিন মাসে কেন, তিন বছরেও হবার নয়। শিক্ষকরা এই কোর্সের আগেই কমপক্ষে দশ বছর ইংরেজি পড়েছেন ও কয়েক বছর পড়িয়েছেন। দেখতে হবে তাতে কেন তাঁদের যথেষ্ট শেখা হয়নি। তাঁদের শিক্ষণ যথাযথ হয়নি বলে? তিন মাসের 'যথাযথ' শিক্ষণেই কি সব ফাঁক পূরণ হয়ে যাবে? কোর্সের পরে নিরন্তর চর্চা করলে ও ইংরেজি কথন-পঠন-পাঠনের একটা পরিবেশে বাস করলে আগ্রহী শিক্ষক এই ফাঁক পূরণ করতে পারেন এক সময়। চর্চা করতে বই কিনতে হবে, পড়তে হবে, বিবিসি শুনতে দেখতে হবে, ইংরেজি চলচ্চিত্রও ছাড়া যাবে না। আর শিক্ষকের কম্যুনিটিতে যে ইংরেজির জীবন্ত বাস থাকতে হবে। কী করে এইগুলি সম্ভব?

বিদ্যালয়, একলা ইংরেজিরই কি দুর্দশা? কেবলই কি তা শিক্ষকের অযোগ্যতার কারণে? বিদ্যালয়ে কি নিয়মিত ক্লাস হয়? ক্লাসে শিক্ষক কী করেন তার কি পরিদর্শন আছে, তার ওপরে কি নিয়ন্ত্রণ আছে? ভালোমন্দ নির্বিশেষে 'এখনকার' সকল বিদ্যালয়ে স্কুলিংয়ের মান নিতান্ত পড়ে গেছে। শিক্ষকদের অযোগ্যতা অবহেলা তার একমাত্র কারণ নয়। পরী... ছেলেমেয়েদের পরীক্ষায় ... উদ্ভাবনে ও প্রয়োগে থাকে ... নৈতিকআদর্শিক এমনকি ... থাকে অনুপস্থিত শিক্ষকে... এমন যে প্রয়োজন ... ভালোবাসাময় পারস্পরিক ... এখন বিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ... এই ব্যাপক অধঃপতন-... পার্শ্বচরিত্র এতে প্রচুর। শি... দুর্নীতি শিক্ষাপ্রতিকূল মানুষ... ডেকে এনে শিক্ষাকে ভিতর... করে তুলেছে। অন্তত পঁচিশ ... নকলভাবে পাশ দিয়ে ... শিক্ষক হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা... পর্যায়ে এইসব অশিক্ষিত ... মানসিকতার মানুষদের ... ছাত্রছাত্রীদের অভিভা... কর্তৃপক্ষরা, ব্যাপকভাবে ... সরাসরি যুক্ত। শিক্ষা না ছা... শিক্ষকের, না স্কুলকলেজ ... না সমাজের উদ্দিষ্ট কোনো... দিকে ধাওয়ানো কোনো ... সার্টিফিকেট মানে চাকুরি ... নিরাময়। এই কাগজটিই প্র...

শিক্ষক ক্লাসে সতি... ছেলেবেলায় নামীদামী ... পেয়েছিলাম। ওয়ার্নিং বে... পদচারণার শব্দ পাওয়া যে... মিনিট পরে সমস্ত ভবন, স... শান্তি বিরাজ করত। সে ... শিক্ষকদের বক্তৃতার উদাত্ত ... আরো বাড়িয়েই তুলতো। ... ছিলেন— অধ্যয়ন-অধ্যাপ... তাদের জীবনের বারো আনা ... সংসারচিন্তা সমাজচিন্তা পরমা... অবস্থা থাকা সত্ত্বেও বিদ্যালয় ... স্কুল উদ্দেশ্যগুলিই পূরণ হত... ঐ স্কুল থেকে পড়া এবং লেখার ... বেরোত না। বিদ্যালয়পর্যায়ের ... স্কুলিং বলে; বাংলায় তার কো... বলে জানিনা। উপযুক্তমত সা... সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাকার গাণি... নাড়াচাড়াও সেই স্কুলিংয়ের ... ঠিকমত হলে ছেলেমেয়ে কথি... মর্মোদ্ধার করতে পারে, ... উদ্ধারযোগ্যভাবে অপরকে বলে ... পারে। এবং এই সামর্থ্যের কার... তার মাথায় আসে। ঐ সামর্থ্য... ভাবন চিন্তন, উপলব্ধি, অনুধাব... প্রাগক্ষর পর্যায়ে আটকে থাকে। ... প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই ... আকবরেরা এতই বিরল মানুষ।

আমাদের ঐ অসম্ভব ভালো... বছর যত ছেলে বেরোত তার আ... সামর্থ্যগুলি দাঁড়ায়নি। থাকল কুড়ি ... শতাংশ হোঁচট খেল স্কুলিংয়ের ... এসে। বিদ্যালয় ছাত্রের ভিতর ... করাবে যাতে সে সারাটা বাকি জীব... না শিখে তার দিন না কাটে। শেখা, ... অভিজ্ঞতা থেকে হোক বিদ্যালয়ে ... মানুষের ঐ তো জীবনের নিত্য ... ভিত্তিই বটে। এইটি হয়নি বলে আম... বিদ্যালয়টি থেকে ১৯৫০-... লেখক, বৈজ্ঞানিক, কোন ... শিক্ষক জানা মতে বেরোয়নি...

বিদ্যালয়ের ভিত্তিশি... বুনিয়াদী শিক্ষা যা নিয়ে রবী... না এবং যা নিয়ে রবীন্দ্রনা... সে আজ এমন পর্যায়ে পৌঁ... ফলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকে... হয়ে গেলেও অবস্থার কো... সমূহ সম্ভাবনা 'অল্পবিদ্যা ... কত শত বিষয়ে আমাদের ... কত শত কোর্স, সেমিন... বিদেশে নিয়ে বিষয়ের দিগ... আছে। শিক্ষা কি অগ্রসর ... সারছে? অগ্রসর শ্রেণীর ... কমছে? অগ্রসর শ্রেণীর ... প্রাণপণ লড়াই কি থামছে...

প্রকল্পের পরিচালিকাকে... করেছেন গ্রাম্য শিক্ষকরা এ... বলে, এতই অসহ্য রক... বাংলাদেশে সকল এ-ই অ... উল্টো। সম্ভবত তিনি নিজে... বলেন, অনেক ইংরেজ তাই ... আমেরিকান বলে। ইংরেজি ... খুব নেই। এ নিয়ে দুঃখ করা ... মালিকান বললেন, লিজার মা... 'ডোড' কাকনের খরচের যো... হচ্ছেন। পরিচালিকাকে ব... ছত্রিশ হাজার ইংরেজি শি... [illegible] বলে থাকেন ... (Love)-এর মত 'ডাড' ... শিক্ষকেরা অবধারিত লবঙ্গকে... করবেন। তিন মাসের কোর্স ... পারে। তিন মাসে কি তি... অনুসন্ধিৎসু নিরন্তরচর্চাশীল... পারবেন? পারলে আশ্চর্য ঘট... বছরেও তা কেউ পারেনি। সা... ব্যারিস্টারি হাসিল করে এসে ... প্রচণ্ড গ্রাম্য বাঙাল উচ্চারণে ... দুইটি সঠিক(?) উচ্চারণ ray ... mawr (more)। Alpha... উচ্চারণ দিয়ে তার উচ্চার... না। IPS দিয়েও তা স... যাক?

তিনি কি জানেন কো... যা জানেন? দুইটি এস্ ... করবার জন্য তারা পরেরটি... জানেন না কোথায় তি... আন্তরিক হন জেদী হন, ... মাথাটাই পাথর হয়ে যা... কিছু হবে না।

তাহলে কিছুই কি ... মানুষগুলি যদি তাঁদের ... ব্যবহার করতে পারত, ... পরিচালিকাকে এতো কিছু ... মোটর গাড়ির ওয়ার্কশপ ... টেকনিক্যাল জায়গা ছাড়া সমাজে... নেই, শিক্ষা থাকবার প্রশ্নই নেই। ... নিয়োগ পাবার পর কোন বুদ্ধু ... করেছে, খোঁজ কর তো বিশ্ববিদ্যা... শিক্ষকরা তো খেতেই পাননা, বই ... বিলাসিতা তাদের জন্য পাপের পর্যা...

আমারও এক সময় জরিপ-... জেলায় জেলায় ঘুরে ঘুরে জে... বাংলা শিক্ষকদের প্রিয় বই কী? শু... কয়দিন অসুস্থ ছিলাম তা জেনে। ... আমার প্রিয় লেখক মাহমুদুল... বলছেন তার প্রিয় লেখক কাজী... মাসুদ রানার স্রষ্টা। মনে আমা... প্রশান্তি।

ওয়াহিদুল হক : সাংবাদিক